Prof.Bilash Samanta, SACT, Dept.of History.
Narajole Raj College.

==========

:স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতি:

যোশেফ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণধার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । স্ট্যালিনকে যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার দরুন তার পররাষ্ট্র নীতি বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েনের সম্মুখীন হয়েছিল এবং এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিন যেভাবে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন তার দরুন তিনি কতটা আদর্শবাদ এবং কতটা জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন — এই প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থাপিত হয়ে থাকে । এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হলে স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন দিকগুলিকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ।

লেনিনের জীবদ্দশাতে বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা সম্ভবপর নয় এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল । এমনকি ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি । তাছাড়া লেনিনের সরকার বিদেশি অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিশেষভাবে অনুভব করেছিল । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে কার্যত একঘরে করার ফলে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে র‍্যাপলো চুক্তি স্বাক্ষর করে ।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে স্ট্যালিন বিশ্ববিপ্লবের আদর্শকে স্থগিত রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে সুসংবদ্ধ করে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন । ১৯২৫ - এর ডিসেম্বরে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদকে সুসংহত করে তোলার উপরেই মূল গুরুত্ব আরোপ করা হয় । যদিও ট্রটস্কি , জিনোভিয়েভ , কামেনেভ প্রমুখ নেতারা বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ বহাল রাখার জন্য দলীয় লড়াই চালিয়ে যান । পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে এই জাতীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আরও বৃদ্ধি পায় ।

১৯২০ - র দশকে একদেশে সমাজতন্ত্র কি সম্ভব ? এই প্রশ্ন নিয়ে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয় । বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের মতে স্ট্যালিন মনে করতেন যে , একদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব । কিন্তু ট্রটস্কি স্ট্যালিনের এই মত মেনে নিতে পারেননি । ১৯২৪ পর্যন্ত স্ট্যালিনের রচনা থেকে মনে হয় যে , তখনও পর্যন্ত তিনি একদেশে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলে মনে করতেন না । কিন্তু ১৯২৪ সালের শেষের দিকে স্ট্যালিনের অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় । তার বক্তব্য ছিল যে , একটি রাষ্ট্র একক প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হতে পারে । তার মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সমাজতন্ত্রের গঠনে অপারগ হয় তাহলে এই রাষ্ট্র কখনোই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারবে না ।

****

Prof.Bilash Samanta, SACT, Dept.of History.
Narajole Raj College.

==========

১৯২৪ - এর শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পশ্চিমি শক্তিবর্গের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা কিছুটা প্রশমিত হয় । আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করে । ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লোকার্নোর চুক্তি অনুযায়ী জার্মানিকে লিগ অব নেশনসের সদস্যপদ প্রদান করা হয় । এর ফলে স্ট্যালিন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন । স্ট্যালিনের মধ্যে এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে , ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি , ইওরোপীয় জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট । এই ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সঙ্গে ৫ বছরের জন্য নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করলে ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে । এই পর্যায়ে ফ্রান্সের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে । এই পরিস্থিতিতে ১৯২৭ নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের যৌথ আক্রমণের ভীতি দেখা দেয় । বিশেষ করে স্ট্যালিন আরো আশঙ্কিত হয়ে পড়েন যখন একাধিকবার ফ্রান্সের সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় ।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সূত্রপাত ঘটলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তার দরুন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে । কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন ইওরোপের একমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্র যে মহামন্দার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ট্যালিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ ছিলেন এবং তার ধারণা ছিল যে , পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কার্যত অনিবার্য । এই আশঙ্কার দরুন স্ট্যালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে সক্রিয় হন । জার্মানিতে দক্ষিণ পন্থীদের প্রাধান্যের সম্ভাবনা দেখা দিলে ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হয় । ১৯৩২ - এর নভেম্বরে ফ্রাঙ্কো - রুশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড , ফিনল্যান্ড এবং তিনটি বাকি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করে ।

স্ট্যালিনের জার্মান নীতি :-- জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে । E. H. Carr নাৎসিদের উত্থানের ফলে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব ঘটেছিল বলে মনে করেন । এই ঘটনার দরুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো বেশি আশঙ্কিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে হিটলার প্রকাশ্যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ জ্ঞাপন করতেন এবং সেই সঙ্গে পূর্বদিকে জার্মান জনগোষ্ঠীর জন্য

অতিরিক্ত অঞ্চল লাভের জন্য প্রয়াসী হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন । নাৎসি জার্মানি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন এবং ' লিগ অব নেশনস ' থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিলে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে । এই অবস্থায় স্ট্যালিন জার্মানির সঙ্গে সমস্ত রকমের সামরিক সহযোগিতার নীতি বর্জন করেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথ সামরিক আদানপ্রদানের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন । ১৯৩৩ - এর নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে । ১৯৩৪ - এ স্ট্যালিন ' লিগ অব নেশনসের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আবেদন জানান ।

সোভিয়েত - ফ্রান্স চুক্তি :-- ১৯৩৪ - এ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করে , যাতে স্থির করা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে । অপরদিকে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে । এছাড়া ১৯৩৪ - এর সেপ্টেম্বরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন লিগ অব নেশনসের সদস্যপদ গ্রহণ করে তখন তারা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় প্রবক্তা হয়ে ওঠে ।

১৯৩৫ নাগাদ স্ট্যালিন ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রয়াস হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে 'পপুলার ফ্রন্ট' গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হন । মে মাসে ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আরেকটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে । এই চুক্তি অনুযায়ী নাৎসি জার্মানি আক্রমণের হাত থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সুরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । ১৯৩৫ এর অক্টোবরে ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে ' লিগ অব নেশনস ' - এর ভূমিকায় স্ট্যালিন হতাশ হন । ১৯৩৬ - এ জার্মানির রাইনল্যান্ড পুনরস্ত্রীকরণ এবং এই বছরের শেষের দিকে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো কিছুটা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে । দূরপ্রাচ্যে জাপানের আগ্রাসন ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরো বেশি আতঙ্কিত করে তোলে । ১৯৩৬ - এ জাপান জার্মানির সঙ্গে " Anti Commintern Pact " স্বাক্ষর করে । ১৯৩৭ - এ ইটালি যোগদান করলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে । ১৯৩৭ - এ জাপান চিন আক্রমণ করে । এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিন এই মর্মে আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাৎসি জার্মানি এবং জাপান এই দুটি সীমান্তে একই সঙ্গে লড়তে হতে পারে ।

এই পটভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি জার্মান বিরোধী একটি জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে । এ.জে.পি. টেলর মনে করেন যে , স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আন্তরিক ছিল । G. Roberts একই ধরনের অভিমত পোষণ করেন । এমনকি

এই ঐতিহসিকেরা মনে করেন যে , মিউনিখের পরেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই জাতীয় প্রচেষ্টা বজায় রাখে , অন্যদিকে R. Tucker- এর ন্যায় ঐতিহাসিক মনে করেন পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টার আড়ালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল । পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে নাৎসি জার্মানির ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্ট্যালিন । তৃতীয় এক ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন Haslam এবং C. Kennedy Pipe । এরা মনে করেন যে , সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নীতি - সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিরাোধিতা ছিল তার দরুন জটিলতার সৃষ্টি হয় । এই জাতীয় বিতর্কের মধ্যে গিয়েও বলা যেতে পারে যে , ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করার ফলে শেষ পর্যন্ত নাৎসি জার্মানি স্ট্যালিনকে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিলে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রুশ - জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতি ও ঐতিহাসিক বিতর্ক:--

স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং এ বিষয়ে তিনটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যেতে পারে । এই ব্যাখ্যাগুলি পর্যালোচনা করে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে স্ট্যালিন কতটা আদর্শবাদ ও কতটা জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যেতে পারে । ঐতিহাসিক R. Tucker Slavic Review (1977) ' পত্রিকায় স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন তাতে তিনি এই মর্মেই বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেন যে , স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অপরিবর্তিত ছিল । তবে মাঝে মাঝে যে সব পরিবর্তনগুলি ঘটেছে সেগুলি মূল নীতি থেকে বিচ্যুত ছিল না । Tucker- এর বক্তব্য হল যে , স্ট্যালিনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এ জন্য স্ট্যালিন দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়াকে উপযুক্ত করে তুলতে সচেষ্ট হন । যতদিন সম্ভব পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর চেষ্টা করা হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে । ১৯২৫ - এ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি সম্পর্কে বলেন যে , পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হলে সোভিয়েত রাশিয়া নিজের সুবিধা অনুযায়ী তাতে অংশ গ্রহণ করবে । স্ট্যালিন তার একটি ভাষণে বলেন :

" Our banner remains , as before , the banner of peace . But if war breaks out , we shall not be able to sit with folded hands — we shall have to make a move , but the move will come last . And we shall act so as to throw the decisive weight into the scales , the weight that could be preponderant " .

Prof.Bilash Samanta, SACT, Dept.of History.
Narajole Raj College.

আরও বলা হয়ে থাকে , স্ট্যালিনের একটি প্রধান আশা ছিল যে জার্মানি এবং পাশ্চাত্য । শক্তিবর্গ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সক্রিয় হলে সোভিয়েত রাশিয়া সেই সুযোগে তাদের লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হবে । স্ট্যালিন যে সমস্ত কারণে জার্মানিতে হিটলারের উত্থান চেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হল এই যে , কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের চাইতে নাৎসিদের তরফ থেকে পশ্চিমি শক্তিবর্গকে আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল । আরেকটি কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে , বিকল্প SPD এবং KPD- র মধ্যে জোট স্ট্যালিনের পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনার কারণ হত । কেননা SPD পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি বিশেষ অনুগত ছিল । কাজেই তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে সংঘাতের দিকে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে উঠত । হিটলারের ক্ষমতায় উত্তরণ স্ট্যালিনের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হবে বলে মনে হয়েছিল । কিন্তু ১৯৩৪ থেকে হিটলারের নীতি অত্যন্ত বেশি মাত্রায় আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং স্ট্যালিন ভাবেননি যে নাৎসি জার্মানি এ জাতীয় আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করবে । কাজেই এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিন পশ্চিমি শক্তিবর্গের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য প্রচেষ্টা নেন । তবে Tucker- এর মতে এই জাতীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই সাময়িক একটি ব্যাপার ছিল , এবং যতদিন পর্যন্ত না স্ট্যালিন অনুকূল একটি পরিস্থিতি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন ততদিন তিনি এই সাময়িক নীতি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু ১৯৩৯ - এর আগস্টে স্ট্যালিনের অভীষ্ট সুযোগ উপস্থিত হলে স্ট্যালিন তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন । ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাৎসি সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি Tucker এর ভাষায় ছিল " The fruition of Stalin's whole complex conception of the means of Soviet survival in a hostile world and the emergence into commanding international position . " ' ' এই নতুন যুদ্ধ কার্যত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এই যুদ্ধে লিপ্ত বিবাদমান পক্ষ একে অপরকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করে তাদের প্রয়োজনীয় অঞ্চল সমূহ লাভ করবে এবং ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা বলয় গড়ে তুলবে ।

স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ও বিকল্প ব্যাখ্যা রয়েছে । এই ব্যাখ্যাতেই অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে এবং যুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাদের শক্তি নিঃশেষিত করলে সোভিয়েত রাশিয়া নিজস্ব স্বার্থে ওই পরিস্থিতি কাজে লাগাবে একথাও বলা হয় । এই ব্যাখ্যাতে এটাও মেনে নেওয়া হয় যে , স্ট্যালিনের SPD সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা ছিল এবং হিটলারকে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছিল । স্ট্যালিন অবশ্য হিটলারকে বিশেষ বিপজ্জনক বলে মনে করেননি । স্ট্যালিনের ধারণা ছিল নাৎসি দল কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারবে না । যদিওবা নাৎসি দল ক্ষমতায় আসে তাহলেও শীঘ্রই বামপন্থী কমিউনিস্টদের বিপ্লবের মুখে আত্মসমর্পণ করবে । কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই স্ট্যালিন তার ভুল বুঝতে সক্ষম হন এবং নাৎসি দল ও হিটলার যে অনেক বেশি কঠোর ও নাছোড়বান্দা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না । তাছাড়া Mein Kampf- এ হিটলার সম্প্রসারণের যে সব উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন সেগুলি কার্যে পরিণত করতে পারেন এই আশঙ্কাও দেখা দেয় । এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের দিক থেকে তার

কৌশলগত ব্যাপারে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দেয় । ১৯২০ - র দশকের শুরুতে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল তার অবসান ঘটানো হয় এবং পশ্চিমি শক্তিবর্গ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয় । বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্টদের সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয় । কাজেই পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য স্ট্যালিন আদর্শগত দিক দিয়ে বড় রকমের আপোস করার পক্ষপাতী ছিলেন ।

১৯৩৯ - এ স্ট্যালিন কী কারণে জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়েন এই প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে । এর উত্তরে বলা হয়ে থাকে যে , ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকট পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ভাবমূর্তিকে বিশেষভাবে ক্ষুন্ন করে । পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের তোষণ নীতি স্ট্যালিনকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করা যায় না । শুধু তাই নয় স্ট্যালিন এই কথা ভেবেও আশঙ্কিত হয়ে পড়েন যে , জার্মানির পুনরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কোনো রকম বাধা দেওয়া হবে না । এই অবস্থায় স্ট্যালিনের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল । প্রথমত , স্ট্যালিন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখবে এবং এই মৈত্রীর সম্পর্কে ব্রিটেনকেও যুক্ত করা হবে । তবে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু সামরিক দায়দায়িত্বের বিষয় সংযোজিত হবে । দ্বিতীয়ত , স্টালিন জার্মানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবে এবং উভয় তরফে আঞ্চলিক বিষয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্ভাবনাকে যতটা সম্ভব অপসারিত করবে । ১৯৩৯ এর প্রথমদিকে স্ট্যালিন দুটি সম্ভাবনাকেই উন্মুক্ত রেখেছিলেন । কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার শর্তগুলি মানতে রাজি না হওয়ার ফলে স্ট্যালিন ক্ষুব্ধ হন । ১৯৩৯ - এর আগস্টে স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয় সম্পর্কে পলিটব্যুরোকে জানান । এই দিক থেকে বিচার করলে ১৯৩৯ এর নাৎসি - সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি ছিল— " One of the two last - minute alternatives , rather than as the logical outcome of all Stalin's previous . policies . "

১৯৩০ - এর দশকে সোভিয়েত নীতি সম্পর্কে আরেকটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন Jonathan Haslam. তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে Haslam এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে স্ট্যালিন সাোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার জন্য আদর্শ বা নীতির সঙ্গে আপোস করার ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিধা করেননি । তথ্যের ভিত্তিতে Haslam আরও দেখিয়েছেন যে , পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে ক্রেমলিনে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন ; তবে এক্ষেত্রে দুটি মূল গোষ্ঠী ছিল । প্রথমত যারা লিটভিনভ ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন তাদের একটি গোষ্ঠী এবং অপর গোষ্ঠী ছিল মলোটভ ও Zhdanov- এর নেতৃত্বে পরিচালিত । এঁরা মূলত বিচ্ছিন্নতার নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । আবার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ছিলেন — এদের মধ্যে একটি দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কোনোরকম

চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন না। দ্বিতীয় একটি দল জার্মানির সঙ্গে র‍্যাপোলো চুক্তি পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তৃতীয় অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই জাতীয় বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্য নীতিকেই স্ট্যালিন গ্রহণ করে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন , যা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তামূলক স্বার্থের সঙ্গে অধিকতর সংগতিপূর্ণ ছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা প্রদর্শন করে ; যার অর্থ হল এই যে , স্ট্যালিনের পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তার প্রচেষ্টা গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা ছিল না। Haslam মনে করেন , মিউনিখ সংকট চলাকালীন স্ট্যালিন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স তোষণনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ধরনের দৃঢ়তা প্রদর্শন করে জার্মান বিরোধী জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে সে রকম কোনো প্রয়াস গ্রহণ করেনি। ফলে স্ট্যালিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে , সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই , যদিও তিনি একথা উল্লেখ করেছেন যে , নাৎসি - সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি স্ট্যালিনের দিক দিয়ে " a second best solution " ছিল।

স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের আলোকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে , সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও স্ট্যালিনের মূল আদর্শের বিষয়টি এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল যার দরুন সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন যে কতটা আদর্শবাদ ও কতটা জাতীয় স্বার্থ দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে , আদর্শর্বাদ ও জাতীয় স্বার্থ দুটো বিষয়ই স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র নীতিকে পরিচালনা করেছিল। তবে ১৯৩০ - এর দশকে সোভিয়েত দপ্তরের কাগজপত্র ও দলিলগুলি ঐতিহাসিকদের গবেষণার জন্য উন্মুক্ত করা হলে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি সম্পকে আরও নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।